ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'যা ভালোবাসা পেয়েছি ওর জন্য'

পৃঃ ৫

অলরাউন্ডার র‍্যাংকিংয়ে জাদেজার ওপরে কোহলি!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ১৮৮ ● কলকাতা ● ২৬ আষাঢ়, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ১১ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বিধানসভা উপনির্বাচনে

মানিকতলায় সৌজন্যতার নজির গড়লো তৃণমূল কাউন্সিলর

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : গতকাল কলকাতার মানিকতলা বিজেপি প্রার্থী কল্যান চৌবের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। বুধবার সকাল থেকে রাজ্যের চার বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম কেন্দ্র হল কলকাতার মানিকতলা বিধানসভা এই বিধানসভাটি প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী সাধন পান্ডের বিধানসভা। এখানে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন সুপ্তি পান্ডে, বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে। আজ ভোটের দিন সকাল থেকে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলেও মানিকতলা কেন্দ্রে দেখা গেল সৌজন্যতার নজির বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবের মা যখন ভোট দিতে যান তখন তাকে ভোট দিতে সহযোগিতা করলেন তৃণমূল কাউন্সিলর অনিন্দ্য রাউত। এরপর ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে কল্যান চৌবের মা জানান কোন অশান্তি না করে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হোক এবং সমস্ত জায়গায় এরকম নজিরতায় দেখতে চান এমনকি তার ছেলে কল্যাণ সকলের আশীর্বাদ নিয়ে বিধায়ক হয়ে বিধানসভায় যাবেন এমনই আশা তার।

পুতিনকে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে অনুরোধ

করার ক্ষমতা রয়েছে ভারতের: যুক্তরাষ্ট্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ভালো সম্পর্ক রয়েছে । যা ভারতকে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করতে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে অনুরোধ করার ক্ষমতা দিয়েছে। মঙ্গলবার (৯ জুলাই) যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র কারিন জিন-পিয়ের এ কথা বলেছেন। সোমবার (৮ জুলাই) ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে একটি শিশু হাসপাতালে প্রাণঘাতি হামলা চালায় রাশিয়া। এতে প্রায় ২৩ জন নিহত হয়। মঙ্গলবার শিশু হাসপাতালে হামলার বিষয়ে উল্লেখ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পুতিনকে বলেছেন, 'নিষ্পাপ শিশুদের মৃত্যু বেদনাদায়ক ও ভয়ঙ্কর।' এরপরই জিন-পিয়েরে এই মন্তব্য করেন। একটি তাৎপর্যপূর্ণ কূটনৈতিক ভঙ্গিতে মঙ্গলবার মোদিকে রাশিয়ার সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'অর্ডার অব সেন্ট অ্যান্ড্রু দ্য অ্যাপোস্টল' সম্মানে ভূষিত করেছেন পুতিন। মস্কোতে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কার গ্রহণের পর সামাজিক মাধ্যম এক্সের একটি পোস্টে মোদি বলেছেন, 'আমাকে রাশিয়ার সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মানে ভূষিত করার জন্য আমি আপনার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এটা কেবল আমার সম্মান না, এটা ১৪০ কোটি ভারতীয়র সম্মান। এটি ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে পুরনো ও গভীর বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্মান।'

সোমবার ও মঙ্গলবার দুদিন রাশিয়া সফরে ছিলেন মোদি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি অস্ট্রিয়া সফরে গিয়েছেন। ১৯৮৩ সালে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের শেষ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যিনি অস্ট্রিয়া সফরে গিয়েছিলেন। এর দীর্ঘ ৪১ বছর পর অস্ট্রিয়া সফর করা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন মোদি।

পাচারর সময়ে শতাধিক গরু

বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাচারর সময়ে শতাধিক গরু বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। এরপরই বাজেয়াপ্ত হওয়া গরু সামলাতে হিমশিম খেতে হয় তাঁদের। শেষ পর্যন্ত গরুগুলিকে দেখাশোনার জন্য অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করতে হল পুলিশ প্রশাসনকে। তমলুক পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে বুদ্ধ পার্ক এলাকায় খেলার মাঠের একপাশে ত্রিপল বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী খাটাল। সেখানে গরুগুলিকে আপাতত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। গরুগুলিকে পাহারা দেওয়ার জন্য রাখা হয়েছে দুজন কনস্টেবল ও তিন জন সিভিল ভলেন্টিয়ার। শুধু তো পাহারা দিলেই চলবে না, দেখাশোনা করারও প্রয়োজন। সেজন্য নিয়োগ করা হয়েছে তিন জন অস্থায়ী কর্মীকে। সেইসঙ্গে গরুগুলিকে সেবা করার জন্য রাখা হয়েছে জলের ট্যাঙ্ক ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২ জুলাই পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে নিমতৌড়ি এলাকা থেকে ১৯৮টি গরুকে উদ্ধার করে পুলিশ।ছয়টি গাড়িতে গরুগুলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল উত্তর ২৪ পরগনাতে। সেইসময় প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে না পারায় ১৬ জন ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার হওয়া গরুগুলিকে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয় আদালতে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও গরুগুলিকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা না হওয়ায় সমস্যায় পড়েছে পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪–এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

বেআইনি নির্মাণ নিয়েই অনেকদিন ধরেই
কড়াকড়ি করছে কলকাতা হাই কোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেআইনি নির্মাণ নিয়েই অনেকদিন ধরেই কড়াকড়ি করছে কলকাতা হাই কোর্ট । একাধিক অবৈধ নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত গার্ডেনরিচ কাণ্ডের পর থেকে আরও কড়া মনোভাব দেখা যাচ্ছে আদালতের। এর মাঝেই এবার এক বেআইনি নির্মাণ নিয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।এখানেই না থেমে জাস্টিস সিনহা মুখের ওপর বলেন, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ডিএম উদাসীন আচরণ করছেন। রাজ্যের তরফ থেকে পাল্টা দাবি করা হয়, কাজ চলছে। গত কয়েক মাসে কাজের অনেকটাই অগ্রগতি হয়েছে। রাজ্যের আইনজীবী বলেন, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দেওয়া হলফনামা অনুসারে, তিনতলা বাড়ি সহ একাধিক নির্মাণ ভাঙা হয়েছে। ৫২টি ক্ষেত্রে ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেখানে ৫০০ -টিরও বেশি অবৈধ নির্মাণ আছে। জেলা প্রশাসন এবং পুরসভা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

মামলাকারীর অবশ্য বক্তব্য, আদালতের তরফ থেকে প্রথম যে নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আজ অবধি সেটায় কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। একথা শোনার পর জাস্টিস সিনহা বলেন, জেলাশাসক এগিয়ে না এলে বেআইনি নির্মাণ ভাঙা সম্ভব হবে না। ক্ষোভ-বিক্ষোভ হবে। তবে যদি চেষ্টা না করা হয় তাহলে কাজও হবে না। এরপরেই বিচারপতি বলেন, 'আপনারা ৫০০-টিরও বেশি অবৈধ নির্মাণ চিহ্নিত করেছেন। অন্তত পাঁচটা নির্মাণ ভাঙার প্রমাণ দিন'।কলকাতা জলাভূমি বুজিয়ে দিয়ে সেখানে বাড়ি, বহুতল থেকে শুরু করে কারখানা, রিসর্ট তৈরির অভিযোগ উঠেছে। এবার সেই সকল জায়গাকে ফের আগের অবস্থায় ফেরানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট । আগামী ৩১ জুলাই ওয়েট ল্যান্ড অথরিটিকে রিপোর্ট কাজ কতটা এগোল তার রিপোর্ট নিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গেই কোথায় কোথায় অবৈধ নির্মাণে কারেন্ট দেওয়া হয়েছে তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে CESC ও WBSEDCL-কে।এদিনের শুনানির সময় রীতিমতো ফুঁসে ওঠেন জাস্টিস সিনহা। জেলাশাসকের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। বিচারপতি বলেন, 'প্রশাসন এতদিন ধরে কী করেছে? কোনও আংশিক কাজ নয়, ডিএম সামগ্রিকভাবে কী করেছেন? শুধু কি খাতায় কলমে ভাঙা হয়েছে? ফের ওই জলাভূমিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রশাসন এতদিন ধরে কী করছিল? আর কতদিন এমন অবৈধনির্মাণ দাঁড়িয়ে থাকবে?'

উত্তর প্রদেশের ফল নিয়ে
দল বেশি চিন্তিত বিজেপি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। গতবারের তুলনায় ৬৩টি আসন কম পেয়েছে দল। চারশোর বেশি আসনে জেতার প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকার পিছনে একাধিক রাজ্যের মধ্যে উত্তর প্রদেশের ফল নিয়ে দল বেশি চিন্তিত।এমন পরিস্থিতি অবশ্য নতুন নয়। পড়শি রাজ্য মধ্যপ্রদেশ ছাড়াও ছত্তীশগড় এবং রাজস্থানে ২০১৮-র বিধানসভা ভোটে হেরে গিয়েছিল বিজেপি। পরে দলের পর্যালোচনায় জানা যায়, তিন রাজ্যেই উচ্চবর্ণের নেতারা কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফেরাতে ষড়যন্ত্র করেছিল।

আসলে সেই ভোটের আগে সুপ্রিম কোর্টের রায় খারিজ করে মোদী সরকার তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের উপর নির্যাতন বিরোধী আইন আরও কঠোর করে। তাতেই তীব্র অসন্তোষ ছড়ায় তিন রাজ্যে বিজেপির উচ্চবর্ণের নেতাদের মধ্যে। ওই আইনে মামলা হলে নিম্ন আদালত জামিন দেয় না। মোদী সরকারের ওই সিদ্ধান্তের কারণে দলকে শিক্ষা দিতেই হাত শিবিরের পাশে দাঁড়ায় ব্রাহ্মণ, ভূমিবহার, রাজপুত, ক্ষত্রিয়রা।সেখানে এবার মাত্র ৩৩টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি। ২০১৯-এ রাজ্যের ৮০টি আসনের ৬৫টি পেয়েছিল পদ্ম শিবির। এবার ৩২টি আসন হাতছাড়া হয়েছে তাদের।

স্বভাবতই দফায় দফায় বৈঠক করে দল বোঝায় চেষ্টা করছে হিন্দুত্বের গর্ভগৃহ বলে পরিচিত গো-বলয়ের প্রধান রাজ্যে পার্টি মুখ থুবড়ে পড়ল কেন। কেন

এরপর ৩ পাতায়

বাংলাদেশের ঠিক কী ধরনের অত্যাচার নেমে আসে সংখ্যালঘুদের উপর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার বাংলাদেশের জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে এনিয়ে মুখ খুললেন বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের সদস্যরা। তাঁরা জানিয়ে দিলেন বাংলাদেশে গত একবছরে সাম্প্রদায়িক হিংসা, নির্যাতন নিপীড়নের বহু ঘটনা হয়েছে।এমনকী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ক্রমশই কমছে। প্রসঙ্গত বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের মধ্যেয় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন রয়েছেন।

সব মিলিয়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে ছবি সামনে এসেছে তা শিউরে ওঠার মতো। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ছিল প্রায় ১৯ শতাংশ। এখন তা ৮.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। এখানেই প্রশ্ন কেন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তবে কি তাঁদের উপর অত্যাচারের জেরে তাঁরা বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এই আশঙ্কাও ক্রমশ সামনে আসতে শুরু করেছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা পরিসংখয়ান তুলে ধরে তাঁরা জানিয়েছেন, সব মিলিয়ে এই সংখয়াটা প্রায় ১ হাজার ৪৫টি। আর এসব ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন সংখয়ালঘুরাই। এমনকী তাঁদের মধেয় ৪৫জনকে খুনও করা হয়েছে।

পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাণা দাশগুপ্ত বলেন, বিগত বছরগুলোর সাম্প্রদায়িক হিংসার তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় হিংসার ঘটনার খুব বেশি হেরফের আজও হয়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় বাংলাদেশে সংখয়ালঘু ছিল প্রায় ১৯ শতাংশ। এখন তা ৮.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার পরিবেশ একেবারেই সংকুচিত করা হয়েছে। উগ্রবাদীদের কারণে পুলিশি পাহারায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান-উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। সেই সংক্রান্ত প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছে এই সাংবাদিক বৈঠকে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত এক বছরে সাম্প্রদায়িক হিংসায় হতয়ার ঘটনা হয়েছে ৪৫টি। মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৭টি। ১০জনকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ৩৬জনকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। ৪৭৯জন হামলায় জখম হয়েছেন। ১১জনের কাছ থেকে চাঁদা দাবি করা হয়েছে। ১০২টি ক্ষেত্রে বাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলা, লুঠপাট, হামলা, অগ্নিসংযোগের ঘটনা হয়েছে। ৪০টি ক্ষেত্রে প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। ১২টি ক্ষেত্রে অপহরণ, নিখোঁজ, জোর করে ধর্মান্তকরণের ঘটনা হয়েছে। ধর্ম অবমাননার অভিযোগ সব মিলিয়ে ৮জনকে আটক করা হয়েছে। এমনকী সম্প্রতি বাংলাদেশে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছিল তাতে ৩২টি সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা হয়েছে। এককথায় একেবারে শিউরে ওঠার মতো ঘটনা।

কাঁচা সবজি'র মূল্যবৃদ্ধি রুখতে
হুগলির বিভিন্ন বাজার অভিযানে টাস্ক ফোর্স

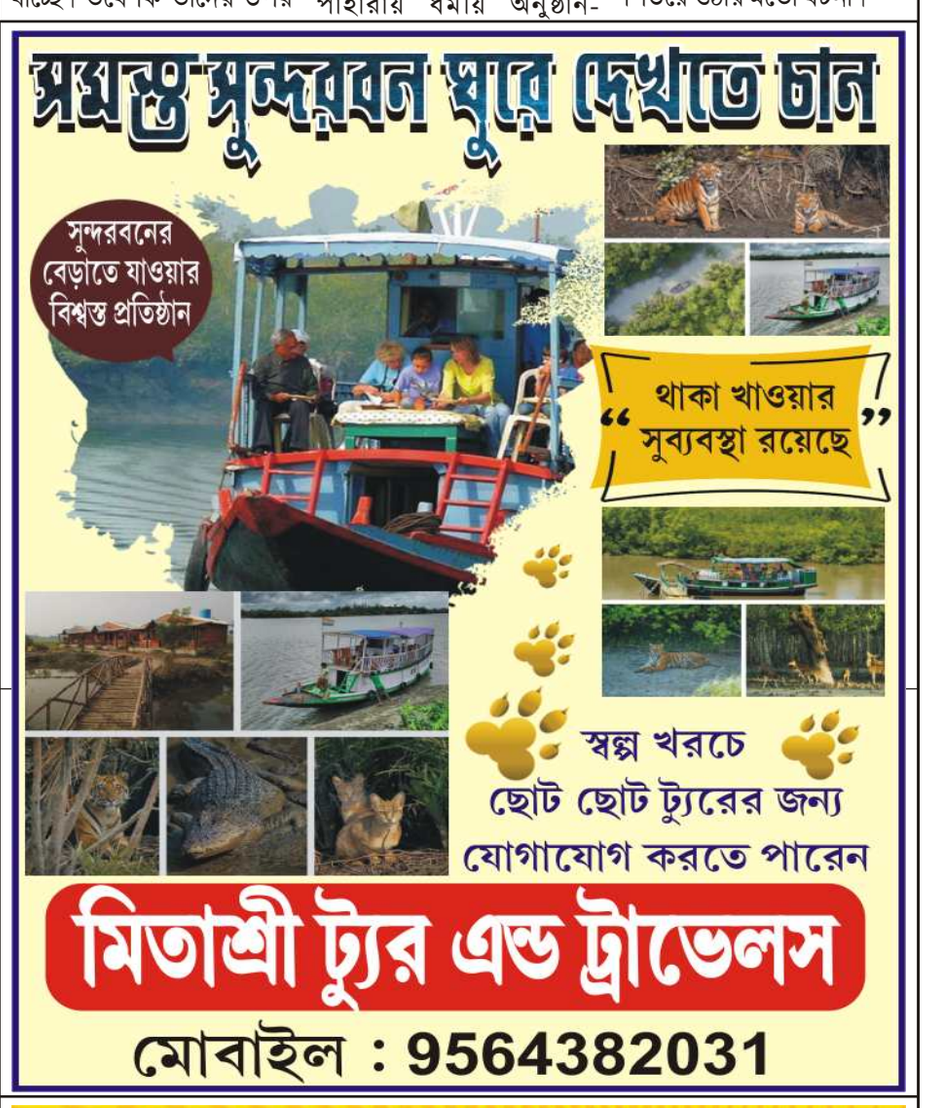

বেবি চক্রবর্ত্তী, হুগলি: নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান কাঁচা আনাচ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। এতে সমস্যা হচ্ছে সাধারণ জনগণের। তাই কাঁচা আনাচ সবজির দাম এবং মাছ মাংসের দাম আগামী ১০ দিনের মধ্যে কমাতে হবে এবং নির্দেশ দেন প্রত্যেক জেলার বিভিন্ন বাজার এবং হাটে পৌরসভা থেকে শুরু করে টাস্ক ফোর্স এবং পুলিশ প্রশাসনকে ভিজিট করতে হবে।মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ আসার পর হুগলি জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়ার বিভিন্ন বাজার মল্লিকাশিম হাট থেকে শুরু করে খড়ুয়া বাজার বিভিন্ন জায়গায় চুঁচুড়া থানাকে সঙ্গে নিয়ে টাস্ক ফোর্সের অফিসারেরা ভিজিট করেন এবং প্রতিটি সবজি বাজারের দাম কেমন তা জিজ্ঞাসা করেন একই সঙ্গে দাঁড়িপাল্লা চেক করেন। বেশ কয়েকজনের দাড়িপাল্লা বাজেয়াপ্ত করেন প্রশাসন। দুই একজন সবজি দাম একটু বেশি নেওয়ার কারণে তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি একই সঙ্গে টাস্ক ফোর্সের অফিসারেরা জানান আগামী দিনেও এই অভিযান চলবে।

হিন্দুদের হিংসাত্মক বলে আক্রমণ করে
হিন্দু সমাজকে লজ্জিত করেছেন রাহুল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'হিন্দু' মন্তব্যে এবার কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে তেড়েফুঁড়ে ময়দানে নামলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। কড়া সুরে জানালেন, 'হিন্দুদের হিংসাত্মক বলে আক্রমণ করে হিন্দু সমাজকে লজ্জিত করেছেন রাহুল। এমন মন্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে নাকখত দিয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত রাহুল গান্ধীর।'তবে রাহুল গান্ধীর মন্তব্য নিয়ে বিজেপি নেতারা রাহুলের বিরুদ্ধে সরব হলেও তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন উত্তরাখণ্ডের শঙ্করাচার্য অবিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী। শঙ্করাচার্যের অভিযোগ, "রাহুলের বক্তব্যের নামে অর্ধসত্য প্রচার করা হচ্ছে।" তাঁর কথায়, "লোকসভায় রাহুল যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে হিন্দুধর্মের প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা নেই। বরং রাহুল যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক।" তিনি আরও বলেন, "ধর্মের অর্থ আসলে ধারণ করা। সেখানে ঘৃণার জায়গা নেই। স্রেফ হিন্দু নয়, যে কোনও ধর্মের ক্ষেত্রেই এ কথা সত্যি।"লোকসভায় বিরোধী দলনেতা হিসাবে প্রথম ভাষণে কেন্দ্রের শাসকদলকে আক্রমণ করতে গিয়ে রাহুলের মুখে শোনা যায় 'হিন্দুত্ববাদ' প্রসঙ্গ। বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, "যারা নিজেদের হিন্দু বলে দাবি করছে, ২৪ ঘণ্টা তাঁদের মুখে শোনা যাচ্ছে, হিংসা, ঘৃণা ও অসত্য কথা।" একইসঙ্গে তিনি যোগ করেন, "হিন্দুরা কখনই হিংসা ছড়ায় না। ধর্মের নামে গোটা দেশে হিংসা এবং ঘৃণা ছড়িয়ে চলেছে বিজেপি (BJP)।" তাঁর মন্তব্যে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। রাহুলের (জধযঁষ এধহফযর) ভাষণের মাঝেই স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উঠে দাঁড়িয়ে বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, "গোটা হিন্দু সমাজকে উদ্দেশ করে যে মন্তব্য করা হচ্ছে তা অত্যন্ত গুরুতর।" বিজেপি সমর্থকদের অভিযোগ ছিল, হিন্দুবিদ্বেষী মন্তব্য ছড়াচ্ছেন কংগ্রেস সাংসদ।এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমে পড়ে বিজেপি। এ প্রসঙ্গেই রাহুলকে আক্রমণ শানিয়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি রাহুলের এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করছি। বিশ্বের গণতন্ত্রের মন্দির বলে পরিচিত সংসদে দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধী তাঁর বয়ানে গোটা হিন্দু সমাজকে লজ্জিত করেছেন। হিন্দুদের হিংসাত্মক বলে মন্তব্য করা আসলে ওনার কুৎসিত মানসিকতার পরিচয়।" একইসঙ্গে তাঁর দাবি, "ভারত বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে সবচেয়ে অধিক সংখ্যায় বাস করেন হিন্দুরা। সেই দেশের লোকসভায় বিরোধী দলনেতা যদি এভাবে হিন্দু সমাজের উদ্দেশে এমন মন্তব্য করেন তাহলে দেশ এমন নেতাকে কীভাবে সহ্য করবে। তাঁর এই ধরনের মন্তব্যের জেরে গোটা দেশ তাঁর উপর ক্ষুব্ধ। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি যে মন্তব্য করেছেন তাঁর জন্য ওনার উচিত নাকখত দিয়ে ক্ষমা চাওয়া।"

উন্নাওয়ে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে গভীর শোকজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর,
এককালীন অর্থ সাহায্য ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ উন্নাওয়ে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি আশ্বস্ত করে বলেছেন যে, রাজ্য সরকারের তদারকিতে স্থানীয় প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা প্রদান কর চলেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) থেকে এক্স পোস্টে জানানো হয়েছে: "উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে সড়ক দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। এতে যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা। এই কঠিন সময়ে ঈশ্বর তাঁদের শক্তি প্রদান করুন। সেইসঙ্গে, দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। রাজ্য সরকারের তদারকিতে স্থানীয় প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের সবরকম সাহায্য করছে: PM @ narendramodi."

শ্রী মোদী উন্নাওয়ের দুর্ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে এককালীন অর্থ সাহায্য দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) থেকে এক্স পোস্টে বলা হয়েছে:

"প্রধানমন্ত্রী উন্নাওয়ের দুর্ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে এককালীন অর্থ সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। আহতদের দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে।"

সিবিআই পর্যবেক্ষণে 'সত্যের জয়' দেখছে তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিবিআই পর্যবেক্ষণে 'সত্যের জয়' দেখছে তৃণমূল। রাজ্যের শাসকদলের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির অপব্যবহার করে যাঁরা গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত রাজ্য সরকারের অধিকার খর্ব করতে চান, সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত তাঁদের একটা শিক্ষা দিল। পাল্টা বিজেপির বক্তব্য, এটা কেবল পর্যবেক্ষণ।সুপ্রিম-পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'রাজ্যের এক্তিয়ারকে অগ্রাহ্য করে সিবিআই-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সি বিবিধ কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা অভিযোগ করেছিলাম যে, রাজ্য সরকার তদন্তের ক্ষেত্রে সম্মতিপত্র প্রত্যাহার করার পরেও সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আমাদের বক্তব্যের সারবত্তা রয়েছে।' রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'কোর্ট এমন কিছু বলেনি, যাতে তৃণমূলের আনন্দ পাওয়ার মতো কিছু আছে। অর্থব্যয়, কংগ্রেসি উকিলদের সাহায্য, ভর্ৎসনা, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন এটাই তৃণমূলের ভবিষ্যৎ।' তিনি আরও বলেন, 'আদালত বলেছে, তারা মামলাটি শুনবে। শুনানির পর হয়তো বলবে, এত দেরি কেন? কবে মূল মাথা ভিতরে ঢুকবে?'রায় নয়। কোর্ট এমন কিছু বলেনি, যাতে তৃণমূলের আনন্দ পাওয়ার মতো কিছু আছে।

পশ্চিমবঙ্গে সিবিআই তদন্তের ঢালাও ছাড়পত্র বা 'জেনারেল কনসেন্ট' প্রত্যাহার করার পরেও সিবিআই রাজ্যের অনুমতি ছাড়া একের পর এক মামলায় এফআইআর করতে শুরু করায় সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল রাজ্য সরকার। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিযোগকে মান্যতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্র যে সিবিআইয়ের অপব্যবহার করছে, তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অভিযোগের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। সিবিআই এফআইআর দায়ের করতে গেলে রাজ্যের অনুমতি প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই বক্তব্যেরও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বলে মনে করছে শীর্ষ আদালত। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৩ অগস্ট।রায় নয়। কোর্ট এমন কিছু বলেনি, যাতে তৃণমূলের আনন্দ পাওয়ার মতো কিছু আছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ প্রকাশ্যে আসার পরেই তৃণমূলের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডল থেকে একটি পোস্ট করা হয়। সেই পোস্টে লেখা হয়, 'সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ থেকে স্পষ্ট, রাজ্যর আইনশৃঙ্খলাকে কেউ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যাহত করতে পারবে না।' তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, '১৯৬৩ সালে তৈরি হওয়া সিবিআই বিজেপির বিশ্বস্ত শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছে। বিরোধীশাসিত রাজ্যে রাজনৈতিক শাখা সংগঠন হিসাবে তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা জেনারেল কনসেন্ট বা সম্মতিপত্র তুলে নেওয়ার পরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিবিআই জোর করে তদন্ত চালিয়ে গিয়েছে। আমরা এর বিরুদ্ধে আদালতে গিয়েছিলাম।' একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'বুধবার সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে দেশের সংবিধান, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের জয় হল।'

সুপ্রিম-পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'রাজ্যের এক্তিয়ারকে অগ্রাহ্য করে সিবিআই-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সি বিবিধ কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা অভিযোগ করেছিলাম যে, রাজ্য সরকার তদন্তের ক্ষেত্রে সম্মতিপত্র প্রত্যাহার করার পরেও সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আমাদের বক্তব্যের সারবত্তা রয়েছে।'

এভাবে কার্যত রাতারাতি তাঁর দল বদলে কিছুটা হলেও বিস্মিত আপ শিবির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বারবার আর্জি জানানো হলেও আদালতে জামিন মিলছে না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। এরই মাঝে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত ভাঙতে শুরু করেছে আম আদমি পার্টি। এবার আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন ছত্তরপুরের বিধায়ক কর্তার সিং তানওয়ার। তাঁর সঙ্গেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক রাজকুমার আনন্দ ও বীণা আনন্দ।উল্লেখ্য, অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেলবন্দী হওয়ার পর গত ৪ মাসে আপ ছেড়ে বিজেপিতে গেলেন ৪ শীর্ষ নেতা। ছত্তরপুরের বিধায়ক কর্তার সিং তানওয়ারের বিজেপি যোগ নিশ্চিতভাবেই বড় ধাক্কা। কারণ, মাত্র ৩দিন আগে আপের কর্মসূচিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। গত ৭ জুলাই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নির্দেশ মেনে এক্স হ্যান্ডেলে বার্তাও দেন তিনি। এভাবে কার্যত রাতারাতি তাঁর দল বদলে কিছুটা হলেও বিস্মিত আপ শিবির।

দল বদলের পর কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন আম আদমি পার্টিকে তোপ দেগে কর্তার সিং বলেন, আম আদমি পার্টির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছে দুর্নীতি। গত কয়েক মাসে দিল্লির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে। প্রসঙ্গত, ২০১৫ ও ২০২০ ছত্তরপুর কেন্দ্র থেকে ২ বার বিধায়ক হন কর্তার সিং। আপে যোগ দেওয়ার আগে বিজেপির সদস্য ছিলেন এই নেতা। এবার পুরনো দলে ফিরে গেলেন তিনি।বুধবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে তাঁদের হাতে পদ্ম পতাকা তুলে দেন দিল্লির বিজেপি প্রধান বীরেন্দ্র সচদেবা ও বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। বিজেপির তরফে জানা গিয়েছে, প্রাক্তন ও বর্তমান আপ বিধায়কদের পাশাপাশি এদিন বিজেপিতে যোগ দেন দিল্লির আপ কাউন্সিলর উমেদ সিং ফোগাট-সহ বেশ কয়েকজন আপ সদস্য। আপ নেতাদের যোগদান প্রসঙ্গে অরুণ সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব ও তাঁর কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তাঁরা। ওই নেতারা বুঝতে পেরেছেন দুর্নীতিগ্রস্ত আপ দলে থেকে কাজ করা মানে একনায়কতন্ত্রের মধ্যে কাজ করা।উল্লেখ্য, অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেলবন্দী হওয়ার পর গত ৪ মাসে আপ ছেড়ে বিজেপিতে গেলেন ৪ শীর্ষ নেতা। ছত্তরপুরের বিধায়ক কর্তার সিং তানওয়ারের বিজেপি যোগ নিশ্চিতভাবেই বড় ধাক্কা। কারণ, মাত্র ৩দিন আগে আপের কর্মসূচিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। গত ৭ জুলাই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নির্দেশ মেনে এক্স হ্যান্ডেলে বার্তাও দেন তিনি। এভাবে কার্যত রাতারাতি তাঁর দল বদলে কিছুটা হলেও বিস্মিত আপ শিবির।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস মিডিয়া সম্মান ২০২৪-এর জন্য আবেদন জমা দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি ;

১৫ই জুলাই-এর মধ্যে আবেদন করা যাবে

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৪ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য এবং ইতিবাচক দিক তুলে ধরার ক্ষেত্রে যেসব সংবাদ মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তাদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক তৃতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস মিডিয়া সম্মান প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পুরস্কারের জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামী ১৫ই জুলাই পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে। http://aydms2024.mib[at]gmail[dot]com-এই ইমেল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইট https://mib.gov.in/ অথবা প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর ওয়েবসাইট (https://pib.gov.in)-এ পাওয়া যাবে।

২ পাতার পর

উত্তর প্রদেশের ফল নিয়ে দল বেশি চিন্তিত বিজেপি

ফৈজাবাদের মতো আসনে দল হেরে গেল যেখানে রয়েছে অযোধ্যা এবং রাম মন্দির। দলীয় সূত্রের খবর, দু'দিন লখনউয়ে দল ও গণসংগঠন তথা দলীয় মোর্চার নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন সংগঠন বিষয়ে সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ। দলীয় পর্যালোচনায় আগেই জানা গিয়েছিল, দলিত ভোট হাতছাড়া হওয়া পার্টির খারাপ ফলের অন্যতম কারণ। উত্তর প্রদেশে ভোটারের ২১ শতাংশ ওই সম্প্রদায়ের মানুষ। গত দু-আড়াই দশক দলিত ভোটের বড় অংশ পদ্মের বাক্সে এসেছে। এবার যার সিংহভাগ পেয়েছে সমাজবাজী পার্টি ও কংগ্রেসের জোট। ২০১৯-এ সংরক্ষিত ২১ আসনের ১৭টি পেয়েছিল বিজেপি। এবার দলিতদের সংরক্ষিত দশটি আসন হাতছাড়া হয়েছে তাদের। দলীয় পর্যালোচনায় উঠে এসেছে দলিত ভোটাররা এবার কেন মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাতে নানা কারণের মধ্যে একটি উচ্চবর্ণের নেতাদের 'ষড়যন্ত্র' বলে দলের নেতারদের বড় অংশ মনে করছে। তাঁদের বক্তব্য, বিগত তিন দশক যাবত দল ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দলিত নেতাদের বসিয়েছে পার্টি। তাতেই ক্ষোভ দানা বাঁধছিল উচ্চবর্ণের নেতা-কর্মীদের মধ্যে যারা দলের কোর ভোটার এবং মূল সমর্থক বলে দাবি করে থাকে। তারাই বিজেপিকে সামনের সারিতে নিয়ে এসেছে বলে মনে করে। দলীয় পর্যালোচনায় জানা গিয়েছ, উচ্চবর্ণের নেতারা দলিত নেতা ও কর্মীদের প্রচারে তেমন একটা গুরুত্ব দেননি এবার। এমনকী সংরক্ষিত আসনের প্রার্থী বাছাইয়ে দলের তফসিলি মোর্চার নেতাদের মতামত গুরুত্ব পায়নি বলে দলের বৈঠকে সরব হয়েছেন ওই সম্প্রদায়ের নেতারা। ফলে নিচুতলায় প্রচার এবং ভোটের কাজ থেকে তাই বসে যান বহু দলিত নেতা-কর্মী। সমাজবাদী পার্টি বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতাদের ভোটের মুখে দলে টেনে নিয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, দলের নেতারা কেন নিচুতলার এই ঝড়ের আভাস পেলেন না। প্রশ্ন উঠেছে যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ-প্রশাসন কি মুখ্যমন্ত্রীকে এই ব্যাপারে ভোটের আগে অবগত করেনি। যোগী দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে জানিয়েছেন, তাঁর কাছে এমন ফলাফলের আভাস গোয়েন্দা রিপোর্টে ছিল না। গত সপ্তাহে দিল্লি থেকে লখনউ ফিরেই তিনি ১২টি জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের বদলি করে দিয়েছেন। ওই সব জেলাতেই দলিতদের ভোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

'লুনাটিক'স হাট' নাকি 'জেলখানা'...? 'চন্দ্রাহতের কুটির' নাটকটি

ঐতিহাসিক নির্মাণ করলেন পৃথ্বীশ রাণা

ফারুক আহমেদ : নিউজ সারাদিন : চাঁদের রাতে পাহাড়ের রূপ দেখতে গিয়ে বরফে মারা গিয়েছিলেন 'লোটাস ইটার'-এর নায়ক। ভালোবাসার জন্য চন্দ্রাহত হলেন কে? মনোতোষ আর বাশো যখন একই পাহাড়ের দুই ঢাল বেয়ে নেমে এসে মিলে যান, যেখানে বাস্তব আর পরাবাস্তব হাত ধরাধরি করে চলে। মার্কেজীয় জাদুবাস্তবতার পরতে-পরতে মুহূর্তের ঐশ্বর্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই নির্মাণে। সময়ের নিদান হাঁকা 'জাগতে রহো' স্মরণ করিয়ে দেয় শিখণ্ডী সিস্টেমের নগ্নতাকে। যে শিবিরে বন্দি যত উন্মাদের আর্তনাদ-আকুতি, সমবেত সঙ্গীতের শতজলঝরনার উচ্ছ্বাস হয়ে ভেসে আসে। চরিত্রগুলির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় সময়ের ধারাভাষ্য। ব্যক্তিগত বিশ্বাস, মতাদর্শ, আবেগ-অনুভূতি যেখানে বিশ্বনাগরিকের সর্বজনীনতায় রূপান্তরিত হয়। অভিনয়ের মূল ধারাটি যেখানে ক্লাসিক হয়ে ওঠে, চেরী ফুল ফোটে, জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে যেখানে 'রাজার চিঠি' আসে, ছুটির খবর আসে, মুক্তির হাওয়া যেখানে বয়ে যায় নিরন্তর, মাস-বর্ষ-দিবস শেষে মনোতোষ আর বাশোর যুগলবন্দি অস্তিত্বের ঘন ছায়া নেমে আসে 'চন্দ্রাহতের কুটির'-এ। ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, নির্দেশক, কারিগরি কারুকার্য, অভিনেতাদের নিপুণ ছন্দরীতি এবং সঙ্গীত যেখানে মহাসঙ্গীত হয়ে ভেসে এসে এ নাট্যের এক আশ্চর্য তন্ময় পাল। আবহ বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। পোশাক মৌমিতা দত্ত। অঙ্গবিন্যাস বুদ্ধদেব দাস। রূপসজ্জা সুরজিৎ পাল। মঞ্চ উপকরণ পার্থ সারথি সরকার। প্রথম শো হাউস ফুল ৭ জুলাই ২০২৪ রবিবার মিনার্ভা থিয়েটার দর্শকদের করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। মনের আকাশ জুড়ে দাগ কেটে গিয়েছে 'চন্দ্রাহতের কুটির'। অপূর্ব সুন্দর পরিবেশন দর্শকদের মনে গভীরভাবে বিশেষ বার্তা পৌঁছে দিয়ে যায় এই নাটকটি। মাদকদ্রব্য থেকে দূর থাকার বার্তা। দর্শকদের মুগ্ধ করে নবাগত কয়েকজনের তুখোড় অভিনয়। পৃথ্বীশ রাণা সমাজকে এই সময়কে সচেতন করতে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করলেন এই থিয়েটার নির্মাণের মধ্য দিয়ে। নাট্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত, পৃথ্বীশ রাণা নাট্য জগতের একজন স্বনামধন্য প্রাণপুরুষ। খুব ছোট বয়সে নাটক চর্চায় হাতেখড়ি হলেও ২০০৯ সালের শেষকালে কালিন্দী ব্রাত্যজন নাট্যদলে যোগদান করেন। ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রযোজনায় মঞ্চ পরিকল্পনা, আলোক পরিকল্পনা বা কারিগরি সহায়তা ইত্যাদি বিভাগে নিজের শৈল্পিক চেতন ও নৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটান। পৃথ্বীশ রাণা মঞ্চ পরিকল্পক বা আলোক পরিকল্পক হিসেবে ক্যানভাসার, ব্যোমকেশ, জায়মান, আনন্দীবাই, চন্দ্রগুপ্ত, হাজু মিঁঞার কিস্সা, পদ্মগোখরো, তক্ষক, য্যায়সা কা ত্যায়সা, চিরকুমার সভা, হড়পা বান, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, অথৈ জল, জতুগৃহ, কাঁকড়া, মুম্বাই নাইটস্, অমূল্যর ডায়েরি, মেঘে ঢাকা তারা, বোমা, পড়ে পাওয়া ষোলো আনা, তিন তস্কর, ভয়, অরণ্যদেব, দেবদাস, বিবর, উলঙ্গ প্রজা পরিহিত রাজা, ট্যাঙ্কি সাফ, গিরিগিটি, নাসিকা পুরাণ, আলাউদ্দিন ও পদ্মাবতী, পিতৃভূমি, বিনয়ের জীবন প্রভৃতি। এছাড়াও বিভিন্ন নাটকে নিজের কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করেন। ছোটদের নিয়ে থিয়েটারের কাজ করেছেন বেশ কিছু। যেমন তাসের দেশ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, চাঁদের পাহাড়, ডমরু চরিত কথা, ভোম্বল সর্দার, পাণ্ডব গোয়েন্দা প্রভৃতি নাটক। কারিগরি সহায়ক হিসেবে কাজ করেছেন চেনা দুঃখ চেনা সুখ, সিনেমার মতো, কে?, অপারেশন ২০১৪, আলতাফ গোমস্, অদ্য শেষ রজনী, ২১ গ্রাম, পাঁচের পাঁচালী, মীরজাফর প্রভৃতি নাটকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধীনস্থ মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে বেশ কিছু বছর কো-অর্ডিনেটর পদে চাকরি করেন পৃথ্বীশ রাণা। পৃথ্বীশের তুখোড় সম্পাদনা ও নির্দেশনায় ইতিপূর্বে প্রায় ১০০টি শো হাউস ফুল নাটক 'বাদাবন' দর্শকদের মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল।

এবার ডার্ক স্টুডিও প্রযোজিত 'চন্দ্রাহতের কুটির' চাঁদের আলোর অন্ধকারে অমাবস্যার গান শোনাও থিয়েটার দর্শকদের উপহার দিলেন পৃথ্বীশ রাণা। 'চন্দ্রাহতের কুটির' থিয়েটারে যাঁরা উল্লেখিত অভিনয় করেছেন তাঁরা হলেন, পার্থসারথি সরকার-মনোতোষ বসু। নীলাঞ্জন গাঙ্গুলি-মাৎসুও বাশো। প্রলয় দত্ত-বঙ্কিম। রাজরাখাল-হীরালাল। সন্দীপ বিশ্বাস-কপিল। স্বাগত চ্যাটার্জি-ইকবাল। সৌপর্ণ পাত্র-মনোময়। মৌমিতা দত্ত-চেরী। বিমুগ্ধ করে সকল দর্শকদের।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৮৮ সংখ্যা ১১ জুলাই, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ২৬ আষাঢ়, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

দলিতরা কি বিজেপিকে সমর্থন করেনি?

নির্বাচনে ২৪০ আসনে আটকে গিয়েছে বিজেপি। ম্যাজিক ফিগার থেকে বেশ অনেকটা কম আসন। তাই এবার বিজেপি সরকার কেন্দ্রে গঠন হয়নি। এবার কেন্দ্রে এনডিএ সরকার গঠন হয়েছে। শরিকদের নিয়ে এখন তা চলছে। কিন্তু এই আবহেও জয়ী সাংসদের মধ্যে ক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। বিজেপি নেতা তথা বিজয়পুরার সাংসদ রমেশ জিগাজিনাজি নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।বিজেপি সাংসদ রমেশ জিগাজিনাজি সাতবারের জয়ী সাংসদ। তিনবার জিতেছেন চিকোড়ি কেন্দ্র থেকে। আর চারবার জেতেন বিজাপুরা থেকে। একবারও হারেননি তিনি। চার দশকের রাজনৈতিক কেরিয়ার তাঁর। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৭৭ হাজার ২২৯ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন রমেশ। কর্ণাটকের ২৮টি লোকসভা আসনের মধ্যে বিজেপি ১৭টিতে জয়ী হয়। এই আবহে এমন প্রবীণ সাংসদকে কেন মন্ত্রী করা হল না? উঠছে প্রশ্ন। বিজেপির অন্দরে এখন এই বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।এমনকী তিনি মন্ত্রী হতে পারেননি বলে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন হৃদয়ে বলে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তাঁকে মন্ত্রী করা হয়নি বলেই এই ক্ষোভ।

এদিকে এবার অনেককেই মন্ত্রী করা যায়নি। কারণ মন্ত্রিসভায় শরিক দলগুলিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে হয়েছে। তা না হলে তো সরকারই গঠন করা যেত না। তবে তার মধ্যেও এই বিজেপির জয়ী সাংসদ বলেন, 'গোটা দক্ষিণ ভারতে একমাত্র দলিত সাংসদ হিসাবে আমি সাতবার নির্বাচিত হয়েছি। কিন্তু আমার ভাগ্য দেখুন, সব উঁচু জাতের সদস্যরা মন্ত্রী হয়েছেন। দলিতরা কি বিজেপিকে সমর্থন করেনি? আমি গভীরভাবে মর্মাহত। আমি নিজের জন্য মন্ত্রিসভায় জায়গা চাইনি। কিন্তু আমি যখন আমার কেন্দ্রে ফিরলাম তখন অনেকে সমালোচনা করেছেন। অনেকেই আমাকে আগে সতর্ক করেছিল যে, বিজেপি দলিত বিরোধী।'

অন্যদিকে বিজেপি সাংসদ রমেশ জিগাজিনাজির এই মন্তব্য এখন দলের অন্দরে তুমুল ঝড় তুলেছে। কারণ এখন তিনি যদি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দেন তাহলে সেটা হবে বিজেপির কাছে বড় সেটব্যাক। তার উপর বিজেপি দলিত বিরোধী বলায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাপে পড়ে গিয়েছে। এই অভিযোগ সবার প্রথম তুলেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর সংসদে সেটা তোলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। আর এবার দলের অন্দরেই খোদ বিজেপি সাংসদ একই প্রশ্ন তুলে দিলেন। কর্ণাটকের এই বিজেপি সাংসদের প্রশ্ন, 'এখানে আমার উপর মানুষের চাপ ছিল। যাতে আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জায়গা পাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হই। এটা ন্যায় না অন্যায়?'

আমরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

রাজনীতির বাইরে অনেক মানুষ আছে যারা অত্যান্ত সৎ, রাজনীতি থেকে শতগুণ দূরে থাকে। তারাই একমাত্র সমাজ গড়ার কারিগর, মানুষ গড়ার কারিগর, আর সেইসব সৎ মানুষের উপরে আজও যেন রাজনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত জঘন্য ভাবে পড়েছে। ভালো মানুষকে ভালো জায়গা রাখার মত সৎ মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক বিদ এরাজ্যে নেই বলে মনে হচ্ছে বুদ্ধিজীবী মহলের। গণতন্ত্রের বাইরে আমরা আজ একনায়কতন্ত্র ও জোর-জুলুমের শাসন করার চেষ্টা করছি। এসব বন্ধ হওয়ার স্বপ্ন আমরা কিভাবে দেখি না তবে বাস্তব স্বপ্ন দেখাটাই অনেক ভালো। তাই বলবো

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নেতা ও নেতৃত্ব শব্দযুগল বহুল পরিচিত। সবার ওপরে একটি বিষয়ে বাঙালিদের আগ্রহ লক্ষণীয়। আর তা হলো 'রাজনীতি'। বাঙালি রাজনৈতিক প্রাণী। পেটে ভাত বা পকেটে টাকা না থাকলেও অনেক সময় চলে। কিন্তু রাজনীতি ছাড়া বাঙালির যেন জীবন অচল। বলা যায় জন্মগতভাবেই বাঙালি রাজনৈতিক প্রাণী। চায়ের দোকানে, বাসে বা ট্রেনে, আড্ডায় বা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে অনায়াসেই উঠে আসে রাজনৈতিক আলোচনা। এটা শুধু রাষ্ট্রীয় ব্যস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি গোষ্ঠীই কোনো না কোনোভাবে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত। রাষ্ট্রীয় উঁচু পর্যায় থেকে শুরু করে পাড়া-মহল্লা এমনকি গ্রাম-গঞ্জে প্রতিটি জায়গায়ই দেখা মেলে নানা ধরনের সংগঠনের। ব্যবসায়ী, খেলোয়াড়, শিল্পী, উকিল, ডাক্তার থেকে শুরু করে রিকশাওয়ালারা পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে সম্পৃক্ত। সবাই নানা নামে, নানা ভাগে গোষ্ঠীবদ্ধ। এর পেছনেও থাকে সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব। থাকেন নেতা। তা নিয়েও চলে নানা রাজনীতি। নেতা হন অনেকে সেবা করতে। অনেকে নিজ স্বার্থ উসুল করতে। বর্তমানে বলা যায়, সাধারণদের ওপর ভর করে তর তর করে উঠে যাওয়ার নামই রাজনীতি। যে নেতা যত চতুরতার সঙ্গে নিজেকে এগিয়ে নিতে পারেন বলা হয় তিনি তত ভালো রাজনীতিবিদ। তিনি তত ভালো রাজনীতি বোঝেন। প্রতারিত হয়ে অনেক সময় সেই নেতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সাধারণরা। তুলে আনে নতুন কাউকে। আবার শুরু হয় স্বপ্ন দেখা। বাঙালি স্বপ্নবাজ জাতি। আমরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। রাজনৈতিক চর্চার পাশাপাশি বাঙালি জীবনে সাংবাদিকতার চর্চা শুরু হয়েছে সারা দেশজুড়ে, তার ইতিহাস যদি আমরা জানতে চায় তাহলে বিগত দিনের কিছু কথা উল্লেখ করতে হয়।স্বাধীনতার আগে ভারতে সংবাদপত্রের ধারণাটা মোটামুটি একই রকম ছিল প্রকাশক ও সাংবাদিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। স্বাধীনতার আগে সকলের স্বার্থ বা লক্ষ্যও ছিল অভিন্ন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অভিমুখও বদলাতে থাকে। চলে আসে বিজ্ঞাপনের স্বার্থ। তারপরে অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রের মতো না হলেও পরোক্ষে নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে সংবাদপত্রগুলি। সংবাদপত্র বা সংবাদমাধ্যম কোনও জনমত তৈরি করতে পারে কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভাবে দৈনন্দিন ঘটনাবলি থেকে সরকারি তথ্য, সবই পাওয়া যায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈদ্যুতিন মাধ্যম। এই মাধ্যমে সর্বশেষ সংযোজন হল ওয়েব-মিডিয়া। তাই দেখা গিয়েছে, কোনও

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে অভিযোগ করছে ,

রোগীর আত্মীয় পরিজন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন ধরেই দেখা মেলে না চিকিৎসকের। উল্টে নার্সরাই করছেন চিকিৎসা। দিচ্ছেন ওষুধ, দেখছেন রোগী। তবে সব রোগের ওষুধও যে মিলছে এমনটা নয়। এমনকী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেই পর্যাপ্ত কর্মীও। এমনই একগুচ্ছ অভিযোগ উঠে আসছে জলপাইগুড়ির দুরামারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে। প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন রোগীর পরিজন থেকে থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা। এক রোগী তো বলছেন, "এতদিন নার্সেরা ওষুধ দিতো। ডাক্তার তো নেই। এখন তো বলছে ওষুধও নেই।" শঙ্কর রায় নামে আর এক স্থানীয় বাসিন্দা বলছেন, "আমি নানা জাগায়গা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। বিধায়ককেও জানিয়েছি। কিন্তু কোনও সমাধান হয়নি। কম্পাউন্ডারও নেই। নার্সরা ওষুধ দিচ্ছে। আজও ২৫ থেকে ৩০ জনকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে দেখছি। যদি এখন কারও কোনও সমস্যা তৈরি হয় সেই দায়িত্ব কে নেবে? ডাক্তার তো ২ থেকে ৩ মাস থেকে আসছে না।"ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোজকার দেখা মেলে না চিকিৎসকদের। সিংহভাগ সময় নার্সেরাই করেন চিকিৎসা। তাঁরাই দেন ওষুধ। তাঁরাই সবটার দেখভাল করেন। ওষুধেরও অভাব রয়েছে। তাঁদের আরও অভিযোগ, সমস্যার কথা স্বাস্থ্য দফতরের কানে পৌঁছালেও নেওয়া হয়নি কোনও ব্যবস্থা। সে কারণেই বেড়েছে ক্ষোভ।

হাইকোর্টে গিয়ে ছেলের মৃত্যু প্রার্থনা বাবার!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টানা ১১ বছরেরও বেশি সময় হয়ে গিয়েছে বিছানা থেকে ওঠেননি ছেলে। কলেজে একটি দুর্ঘটনার পর থেকে স্নায়ুর রোগে ভুগছেন তিনি। শরীরের ১০০ শতাংশই পক্ষাঘাতগ্রস্ত। দিনের পর দিন ছেলের অসহনীয় যন্ত্রণা, নিজেদের আর্থিক অসঙ্গতি এবং মানসিক অবস্থার কথা জানিয়ে আদালতে ছেলের স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। তবে সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ভারতের দিল্লি হাইকোর্ট।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, চনমনে যুবক ছিলেন হরিশ। মোহালির চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। আচমকা দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি! ২০১৩ সালে কলেজের চার তলা থেকে পড়ে যান হরিশ। প্রাণরক্ষা হলেও শরীরের প্রায় সমস্ত অঙ্গই অকেজো হয়ে যায় তার। মাথার আঘাত ছিল অত্যন্ত গুরুতর। দুর্ঘটনা নিয়ে 'রহস্য' রয়েছে বলেই দাবি পরিবারের। থানায় এফআইআর করেন হরিশের বাবা রানা। ছেলের চিকিৎসার জন্য একের পর এক বড় হাসপাতাল ঘুরেছেন তিনি। দীর্ঘ দিন চণ্ডীগড়ের পিজিআইতে হরিশের চিকিৎসা হয়েছে। তারপর এইমস, রামমনোহর লোহিয়া, লোকনায়ক এবং দিল্লির ফর্টিস হাসপাতালেও দেখানো হয়েছে। কিন্তু শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। দীর্ঘ ১১ বছরের বেশি সময় বিছানা থেকে ওঠেননি হরিশ। প্রতিদিন ছেলেকে একটু একটু করে বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে দেখে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন হরিশের ৬২ বছরের বাবা রানা এবং মা নির্মলা দেবী। তাদের আবেদন, মেডিকেল বোর্ড বসিয়ে ছেলেকে প্যাসিভ ইউথানাসিয়া (নিষ্কৃতি-মৃত্যু) দেওয়া হোক।

আদালতের কাছে রানা জানান, যখন বাবা-মা তাদের সন্তানের মৃত্যু কামনা করে, তখন তা নিষ্ঠুরতা নয়। সেটা আসলে ভালবাসার অভিশাপ। সেই ভালবাসার টানে ছেলের জীবন শেষ করে দেওয়ার অনুমতি চাইছেন আদালতের কাছে। সন্তানের শারীরিক কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মানসিক এবং আর্থিক অবস্থার কথা হাইকোর্টে তুলে ধরেছেন রানা।

তিনি বলেন, "ছেলের ২৪ ঘণ্টা দেখাশোনার জন্য একজন নার্স রাখতে হয়। মাসে তার পারিশ্রমিক ২৭ হাজার রুপি। আর আমাদের সবার মাসিক উপার্জন ২৮ হাজার রুপি।"

বেসরকারি চাকরিজীবী রানা জানান, এখানেই শেষ নয়। ছেলের চিকিৎসার জন্য একজন ফিজিওথেরাপিস্ট রয়েছেন। তাকেও ১৪-১৫ হাজার রুপি দিতে হয়। বছরের পর বছর সন্তান এবং তাদের কষ্ট বেড়ে চলেছে, ব্যয়বৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু, ছেলের ভাল হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন না। চিকিৎসকেরাও কোনও আশার কথা শোনাতে পারেননি। রানা বলেন, "হরিশের চিকিৎসা, ওষুধপত্রের জন্য যে ব্যয়ভার, তা বহন করতে পারছি না।"

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে ৫০ হাজার রুপি সহায়তা পেয়েছিলেন হরিশ। ওইটুকুই। হাইকোর্টে হরিশের বাবা-মায়ের আর্জি, "কী করে আমরা বেঁচে আছি, তা কেবল আমরাই জানি। অন্যের প্রাণরক্ষা করতে নিজেদের অঙ্গ দান করব আমরা। অন্তত এটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে, সেই মানুষটি ভালভাবে বেঁচে রয়েছে।"

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মূল আশ্রমের পেছনে খোলা উঠান পেরিয়ে বিশাল পাঁচতলা ভবনের যাত্রীনিবাস। পশ্চিমে আরও দুটি বিশালাকার যাত্রীনিবাস। ভক্ত ও দর্শণার্থীরা বিনা পয়সায় এখানে রাত্রিযাপন করেন। সাধক পুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী জীবিত থাকা অবস্থায় আশ্রমের পাশে কামনা সাগর ও জিয়স নামে পুকুর খনন করা হয়। এই পুকুরটিতে আশ্রমে আগত ভক্তরা স্নান করেন।বারদীর লোকনাথ আশ্রম এখন শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তীর্থ স্থানই নয়, বরং ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল ধর্মের, সকল মানুষের কাছে এক মিলন মেলা হিসেবে পরিচিত।

জয়ের পথে ট্রাম্প, মন্তব্য ডেমোর্ক্যাটিক পার্টির সিনেটরের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আগামী নির্বাচনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জিততে পারবেন না বলে মনে করেন ডেমোর্ক্যাটিক পার্টির সিনেটর মাইকেল ব্যানেট। মঙ্গলবার সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। ব্যানেট বলেন, 'আমার ধারণা, ট্রাম্পই জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। সম্ভবত তিনিই নিরঙ্কুশ বিজয় পাবেন।'

তবে ব্যানেট সরাসরি বাইডেনকে নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দেননি। ডেমোর্ক্যাটিক পার্টির অভ্যন্তরেই এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। দলের সাতজন হাউস সদস্য ইতিমধ্যেই বাইডেনকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। যদিও কোনো সিনেট সদস্য এখনো এমন আহ্বান জানাননি। বাইডেন নিজে বলেছেন, তিনি নির্বাচনের লড়াইয়ে থাকবেন।

অনেক ডেমোর্ক্যাট মনে করছেন, ভোটারদের সমর্থন আদায়ে বাইডেন যথেষ্ট কাজ করেননি। ট্রাম্পের সঙ্গে সাম্প্রতিক বিতর্কও তার সক্ষমতার বদলে বিপর্যয় ডেকে এনেছে বলে ধারণা করছেন তারা। তবে মার্কিন সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেমোর্ক্যাটিক পার্টির নেতা চাক শুমার বাইডেনের সুস্থতা নিয়ে তোলা প্রশ্ন উড়িয়ে দিয়ে বলেন, আমি জো-এর পাশে আছি।

অনেক ডেমোর্ক্যাট হতাশা প্রকাশ করেছেন, দলের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বাইডেনের ভুলত্রুটির পেছনে পড়ে থাকার জন্য। এদিকে বাইডেন নিজেই জানিয়েছেন, পুনঃনির্বাচিত হলে তিনি দ্বিতীয় মেয়াদের পুরো সময়ই দায়িত্ব পালন করবেন। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কারিন জ্যাঁ পিয়্যার বলেন, ডেমোর্ক্যাটরা বাইডেনকে কেন্দ্র করেই ঐক্যবদ্ধ। কিছু ডেমোর্ক্যাট বাইডেনের প্রার্থীতা নিয়ে জরুরি বৈঠক করেছেন, তবে পিয়েরে বলেন, প্রেসিডেন্ট সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে চান।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

বিচ্ছেদের পরও হৃত্বিককেই জামাই মানেন সুজানের মা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০১৪ সালে ১৪ বছরের দাম্পত্য জীবনে ইতি টানেন হৃত্বিক রোশন ও সুজান খান। দুই সন্তানের বাবা-মা তারা। বৈবাহিক সম্পর্ক নেই, তবে সন্তানদের স্বার্থে বিচ্ছেদের পরও বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ বজায় রেখেছেন তারা। একে অপরের সঙ্গীদের নিয়ে হইহুল্লোড় করেন। বয়সে অনেকটাই ছোট অভিনেত্রী সাবা আজাদের সঙ্গে হৃত্বিকের সম্পর্ক মায়ানগরীর অন্যতম চর্চিত বিষয়। এদিকে গত বেশ কয়েক বছর ধরেই আর্সলান গোনির সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন সুজান। এই ক'বছরে হৃত্বিক-আর্সলান মিতালি পাতিয়েছেন। সুজানের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও হৃত্বিকই জামাই থাকবেন শাশুড়ির কাছে। এমনই জানালেন সুজানের মা।

বিচ্ছেদের পর নিজের জীবনে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছেন সুজান। নতুন করে ভালবাসা খুঁজে পেয়েছেন। তাতেই খুশি সুজানের মা। তবে জামাই হিসেবে বা মানুষ হিসেবে হৃত্বিকের তুলনা নেই, সে কথাও স্বীকার করে নিলেন অভিনেতার প্রাক্তন শাশুড়ি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সুজানের মা বলেন, "আজ হয়তো ওদের সম্পর্ক নেই। তবে হৃত্বিক সারাজীবন আমার ছেলে হয়ে থাকবে, আমার স্নেহ পাবে। ও অসম্ভব ভাল মানুষ। ওরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী না থাকলেও ওদের বন্ধুত্ব আগের মতোই অটুট। ওরা সন্তানদের মধ্যে দু'জনের ভাল গুণগুলি সঞ্চারিত করতে পেরেছে। আমি খুশি ওরা পারস্পরিক সম্মান বজায় রেখে সবটা করেছে।"

পাশাপাশি আর্সলান-সুজানকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাদের ভবিষ্যতের জন্য। আগামী দিনে তারা যাতে সুখী হন সেই কামনাই করেছেন তিনি।

'যা ভালোবাসা পেয়েছি ওর জন্য'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'কেদারনাথ' ছবি থেকে অভিনয়ের সফর শুরু অভিনেত্রী সারা আলি খানের। প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিংহ রাজপুতের সঙ্গে এই ছবিতে তার রসায়ন পছন্দ হয়েছিল দর্শকের। পর্দার বাইরেও সুশান্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল সারার। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে সুশান্তের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন অভিনেত্রী। সারা জানান, সুশান্তের সঙ্গে মনে রাখার মতো একাধিক মুহূর্ত রয়েছে তার স্মৃতিতে। 'কেদারনাথ' ছবির পরিচালক ছিলেন অভিষেক কাপুর। তার সঙ্গে সুশান্ত আগেও কাজ করেছেন। কিন্তু সারার সেটি প্রথম কাজ। তাড়াহুড়োয় তিনি বুঝতে পারছিলেন না, কী বলছেন পরিচালক। তখন সুশান্তের কাছে যান সারা। প্রয়াত অভিনেতাই দৃশ্যটি বুঝিয়ে দেন তার নবাগতা নায়িকাকে।

হিন্দি ভাষায় সাবলীল বলে পরিচিত সারা। কিন্তু এর জন্য সুশান্তকে কৃতিত্ব দেন অভিনেত্রী। জীবনের প্রথম ছবির সময় সুশান্তের থেকে বহু পরামর্শ পেয়েছিলেন বলে জানান সারা। তার কথায়, 'আমি কেদারনাথ ছবির জন্য যে ভালোবাসা পেয়েছি, তার পুরোটাই সুশান্তের জন্য।' কিছুদিন আগেই সুশান্তের মৃত্যুবার্ষিকী ছিল। সেদিনও একটি ছবি সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেন অভিনেত্রী। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কেদারনাথ পাহাড়ের এক ছোট মন্দিরে প্রার্থনা করছেন সুশান্ত। পাশে বসে রয়েছেন সারা। এর আগেও একাধিক সাক্ষাৎকারে সারা বলেছেন যে, কেদারনাথ ছবি তার অভিনয়ের সফরে সব সময় বিশেষ জায়গা নিয়ে থাকবে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ১৪ জুন বান্দ্রার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মরদেহ। অভিনেতার মৃত্যু নিয়ে বহু দিন জলঘোলা হয়েছিল। যদিও পরিবারের দাবি, তাদের কাছে সুশান্তের মৃত্যুর কারণ এখনও পরিষ্কার নয়।

ব্যক্তিগত পরিসরে বন্ধুত্ব নিয়ে আক্ষেপের সুর শাহরুখের!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : যার এক ঝলক দেখার আশায় অপেক্ষা করে থাকে কোটি কোটি অনুরাগী, সেই 'বলিউড বাদশা'র জীবনে বন্ধুর অভাব!

একটি সাক্ষাৎকারে নিজেই এ কথা জানিয়েছিলেন অভিনেতা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দৌলতে আরও একবার প্রকাশ্যে এল সেই ভিডিও। বন্ধুত্ব নিয়ে শাহরুখ বলেছিলেন, "আমি বন্ধুত্ব করতে পারি না। বন্ধু বানালেও বন্ধুত্ব রাখতে পারি না। আর যদি রাখতে চাই তাহলে ওরা থাকতে চায় না। আবার কেউ যদি থাকতে চায় জীবন তাকে ছিনিয়ে নেয়।"

শাহরুখের মতো তারকার বন্ধু নেই! অনুরাগীদের কাছে এ যেন রীতিমতো হৃদয়বিদারক। যদিও তার ইন্ডাস্ট্রির প্রিয় বন্ধুদের তালিকায় রয়েছেন সালমান খান, কাজল, জুহি চাওলা, দীপিকা পাড়ুকোন এবং করন জোহর। পরিচালক রাজকুমার হিরানি ও ফারাহ খানের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব রয়েছে তার। কিন্তু পেশাগত জীবনের বাইরে ব্যক্তিগত পরিসরে বন্ধুত্ব নিয়ে আক্ষেপের সুর অভিনেতার কণ্ঠে।

সম্প্রতি পুরনো বন্ধু জুহি শাহরুখের একটি ঘটনা প্রকাশ্যে আনেন। যখন মুম্বাইয়ে আসেন, সেই সময় তার প্রায় কোনও সম্পত্তিই ছিল না। সম্বল বলতে একটি মাত্র গাড়ি। অভিনেত্রীর কথায়, "সেই সময় শাহরুখ তিন বেলা কাজ করত। কোথায় থাকত, তা-ও জানতাম না। শুটিংয়েই খেত, সেখানেই থাকত, ইউনিটের সকলের সঙ্গে বেশ হাসি- ঠাট্টা করত।"

তিনি আরও যোগ করেন, "আমার ধারণা, তেমন কোনও বন্দোবস্ত ছিল না সেই সময় ওর। একদিন দেখলাম ওর কালো গাড়িটাও চলে গেল। কিস্তির অর্থ শোধ করতে পারেনি সেই সময়ে। আর আজ দেখুন কতটা সফল সে।"

যে কারণে হাসপাতালে সোনাক্ষী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক সপ্তাহ আগেই অভিনেতা জহির ইকবালের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলিউড তারকা সোনাক্ষী সিনহার। গত শনিবার স্বামীকে নিয়ে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে যান সোনাক্ষী; গুঞ্জন ছড়ায় তিনি নাকি অন্তঃসত্ত্বা। তবে এর এক দিন পর জানা গেল হাসপাতালে যাওয়ার আসল ঘটনা– সোনাক্ষী তার স্বামীকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন বাবা শত্রুঘ্ন সিনহাকে দেখতে। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন শত্রুঘ্ন। মেয়ের বিয়ের দুদিন পর পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছেন তিনি। মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে অভিনেতা ও সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে। শত্রুঘ্ন সিনহার ছেলে লাভ সিনহা সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছেন, ভাইরাস জ্বর ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে অভিনেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে আরও জানিয়েছে, জ্বর ছাড়াও অভিনেতার অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না তা জানতে তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

ভারতীয় সেন্সর বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বর্ষীয়ান অভিনেতার বন্ধু পহেলাজ নিহালানি শত্রুঘ্ন সিনহাকে দেখতে হাসপাতালে যান, তিনিই সংবাদমাধ্যমকে শত্রুঘ্ন সিনহার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর জানান। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, শত্রু (শত্রুঘ্ন) হাসপাতালে ভর্তি আছে। তবে এখন ভালো আছে। সোমবার বিকালে ও বাড়ি ফিরবে।'

উইম্বলডনের দ্বিতীয় রাউন্ডেই

বিদায় ওসাকার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দীর্ঘ পাঁচ বছর পর উইম্বলডন খেলতে নেমেছিলেন নাওমি ওসাকা। কিন্তু ম্যাচে ভুলের মাত্রা বেশি হওয়ায় বিদায় নিয়েছেন দ্বিতীয় রাউন্ডেই। তাকে সরাসরি সেটে হারিয়েছেন ১৯তম বাছাই এমা নাভারো। এতে উইম্বলডনে চারবারের চেষ্টায় কখনও তৃতীয় রাউন্ডের বাধা পার হতে পারলেন না চারটি গ্র্যান্ডস্লাম জয়ী এ টেনিস তারকা। গত বছর সন্তান জন্মদানের পর ওয়াইল্ড কার্ড নিয়ে উইম্বলডনে খেলতে নেমেছিলেন ওসাকা। বিগত বছরগুলোতেও নানা সংগ্রামের মধ্যে যেতে হয়েছে। ২০২২ সালে টুর্নামেন্ট খেলা হয়নি ইনজুরির কারণে। তার আগের বছর তো মানসিক স্বাস্থ্যের কথা বলে খেলা থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন।

এবারের আসরে প্রথম রাউন্ডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ৫৩ নম্বর ডায়ান প্যারির চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেও সেই বাধা টপকাতে পেরেছেন ওসাকার। কিন্তু আমেরিকার নাভারোর কাছে পেরে উঠেননি তিনি। আনফোর্সড এরের সংখ্যাই ছিল ১৬টি! তুলনায় প্যারির ছিল মাত্র ৫টি। তাতে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওসাকার হার সঙ্গী হয়েছে ৬-৪, ৬-১ গেমে।

এদিকে ছেলেদের শিরোপা প্রত্যাশী ইয়ানিক সিনার ও কার্লোস আলকারেজরা তৃতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেছেন। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন সিনার তুমুল লড়াইয়ের জন্ম দিয়ে মাতেও বেরেত্তিনিকে ৭-৬ (৭-৩), ৭-৬ (৭-৪), ৭-৬ (৭-৪) গেমে হারিয়েছেন। লড়াইটা স্থায়ী ছিল তিন ঘণ্টা ৪২ মিনিট। আলকারেজ শুরুতে শঙ্কার জন্ম দিলেও ৭-৬ (৭-৫), ৬-২, ৬-২ গেমে অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্সান্ডার ভুকিচকে হারিয়েছেন।

ইউরো থেকে বিদায়, তবুও হৃদয় জিতল রোমানিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আট বছর পর ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার সুযোগ। প্রত্যাবর্তনটা বেশ দুর্দান্তভাবেই রাঙিয়েছিল রোমানিয়া। ইতিহাস গড়ে দ্বিতীয়বারের মতো উঠেছিল শেষ ষোলোতে। তবে নেদারল্যান্ডসের কাছে ৩-০ গোলের পরাজয়ে শেষ হয়েছে মিশন। কিন্তু ইউরো থেকে বিদায় নিলেও সবার হৃদয় জিতে গেছে রোমানিয়ানরা। ডাচদের কাছে হারের পর স্টেডিয়াম ছাড়ার আগে নিজেদের ড্রেসিংরুম পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখে গেছে। বিদায়বেলায় ড্রেসিংরুমের লকারে একটা চিঠি রেখে ইউরোর আয়োজক জার্মানিকে ধন্যবাদ জানিয়েছে কার্পেথিয়ান অঞ্চলের দেশটি।

রোমানিয়ার এমন কাজে রীতিমতো আপ্লুত উয়েফা কর্তা ও স্টেডিয়াম প্রশাসন। নিজেদের ওয়েবসাইটে সাজানো-গোছানো ড্রেসিংরুম ও চিঠিটির ছবি প্রকাশ করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। রোমানিয়ান ও জার্মান ভাষায় লেখা সেই চিঠিতে লেখা রয়েছে, 'রোমানিয়ার ফুটবল ইতিহাসে ইউরো ২০২৪ হচ্ছে দারুণ একটা অভিজ্ঞতা। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশও। এবারের ইউরো জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এতে আমরা দারুণ তৃপ্ত ও আনন্দিত। এবারের ইউরোর প্রতিটি ম্যাচ, প্রতিটি অভিজ্ঞতা, সব আবেগ নিয়ে আমরা ফুটবলের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছি।'

চিঠিতে আরও লেখা ছিল, 'যখন জার্মানি ছাড়ছি, তখন আমরা জানি নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দিয়েই আমরা রোমানিয়ার হয়ে খেলেছি। আমরা জার্মানদের কাছে কৃতজ্ঞ এখানকার অভিজ্ঞতার জন্য। ইউরোপীয় ফুটবল পরিবারের অংশ হতে পেরে আমরা গর্বিত। জার্মানিতে যত দিন ছিলাম, নিজেদের বাড়িতেই আছি বলে মনে হয়েছে। এই অনুভূতির জন্য ধন্যবাদ। এই আতিথেয়তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

এবারের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে নেমে শুরুতেই ইউক্রেনকে ৩০ গোলে হারিয়ে চমক দেখায় রোমানিয়া। যে গ্রুপে বেলজিয়ামের মতো দলকে টপকে গ্রুপে শীর্ষস্থান নিয়েই দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠে তারা। শেষ ষোলোর ম্যাচে শুরুটা ভালো হলেও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সেভাবে পেরে ওঠেনি রোমানিয়া। তবে সব ছাপিয়ে তারা জিতে নিল অজস্র মানুষের হৃদয়।

ইউরোতে তাদের সেরা সাফল্য ২০০০ সালের আসরে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা। এখন পর্যন্ত ছয়বার ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের চূড়ান্ত পর্বে খেলে (১৯৮৪, ১৯৯৬, ২০০০, ২০০৮, ২০১৬ ও ২০২৪) মাত্র দুইবার তারা গ্রুপপর্ব অতিক্রম করতে পেরেছে। সে হিসেবে ২০২৪ ইউরোতে রোমানিয়ার ফল ভালো বলতেই হবে।

অলরাউন্ডার র‍্যাংকিংয়ে জাদেজার ওপরে কোহলি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরেই অলরাউন্ডার র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছেন ভারতের হার্দিক পান্ডিয়া। তবে সেই তালিকায় একটি বিষয় দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। বিরাট কোহলিকে দেখা গেছে রবীন্দ্র জাদেজার ওপরে। অথচ কোহলি শেষ আট বছরে মাত্র এক বার টি-টোয়েন্টিতে বল করেছেন। তিনি কীভাবে জাদেজার ওপরে আসতে পারেন?

অলরাউন্ডারদের তালিকায় ৪৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ৭৯ নম্বরে রয়েছেন কোহলি। জাদেজা ৪৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে রয়েছেন ৮৬ নম্বরে। কিন্তু জাদেজাকে বিশ্বকাপ তো বটেই, এই ফরম্যাটে নিয়মিতই ব্যাটিং এবং বোলিং করতে দেখা গেছে। তা হলে কীভাবে তিনি কোহলির নীচে থাকতে পারেন?

আসলে এর নেপথ্যে রয়েছে আইসিসির রেটিং প্রক্রিয়া। ক্রিকেটারদের ব্যাটিং এবং বোলিং পয়েন্টকে গুণ করা হয়। তা ১০০০ দিয়ে ভাগ করা হয়। তবে কোনও ক্রিকেটারের ৮০০ ব্যাটিং পয়েন্ট থাকে এবং ০ বোলিং পয়েন্ট থাকে, তা হলে তিনি এই তালিকায় থাকবেন না। কারণ, তিনি বল করেন না বলেই ধরা হবে। কারও যদি ৬০০ ব্যাটিং এবং ২০০ বোলিং পয়েন্ট থাকে তার রেটিং হবে ১২০। ৩০০'র বেশি রেটিং পয়েন্ট থাকলে তা বিশ্বমানের ধরা হয়। কোহলির ব্যাটিং পয়েন্ট এবং বোলিং পয়েন্ট মিলিয়ে যা হয়েছে, তা জাদেজার থেকে বেশি। তাই তিনি এই তালিকায় উপরের দিকে রয়েছেন।

কোহলি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১২৫টি ম্যাচ খেলে ৪১১৮ রান করেছেন এবং চার উইকেট নিয়েছেন। জাদেজা ৭৪টি ম্যাচে ৫১৫ রান করেছেন এবং ৭৪টি উইকেট নিয়েছেন। দু'জনেই বিশ্বকাপের পর অবসর নিয়েছেন।

ভিনিসিয়ুসের সেই পেনাল্টি

না দেওয়া নিয়ে কনমেবলের ভুল স্বীকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোপায় শেষ আটের মহারণ শুরু আগামীকাল শুক্রবার ভোর থেকে। তার আগে গ্রুপ পর্বে রেফারির একটি সিদ্ধান্ত ঘিরে চায়ের টেবিলে আলোচনা। গত বুধবার গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল-কলম্বিয়া। ম্যাচটিতে ব্রাজিলকে একটি পেনাল্টি না দেওয়ার ভুল সিদ্ধান্ত নেয় রেফারি ও ভিএআর। অবশ্য এজন্য ভিডিওবার্তায় ভুল স্বীকার করেছে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল কনফেডারেশন।

ভিডিওবার্তায় কনমেবল জানায়, 'পেনাল্টি বক্সে বল দখলের লড়াইয়ে ডিফেন্ডার বল স্পর্শ করেননি। এর ফলে সংঘর্ষ হয়েছে এবং যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেটার ক্ষেত্রে এটা যৌক্তিক ছিল না। রেফারি এটি দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলা চালিয়ে গেছেন। ভিএআরও এটা দেখতে ব্যর্থ হয়েছে যে ডিফেন্ডার বল স্পর্শ করেননি, তিনি ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছেন। এরপর ভিএআর মাঠের সিদ্ধান্ত বহাল রাখার ভুল রায় দিয়েছে।'

ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারার লেভিস স্টেডিয়ামে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের ৪২ মিনিটে নিজেদের বক্সে ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার ভিনিসিয়ুসকে ফেলে দেন কলম্বিয়ান ডিফেন্ডার দানিয়েল মুনোজ। পেনাল্টি দাবি করে ম্যাচের সেই মুহূর্তে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকা ব্রাজিল। কিন্তু ভেনেজুয়েলান রেফারি হেসুস ভালেনজুয়েলা ফাউলের বাঁশি বাজাননি। মুনোজ বল স্পর্শ করেছিলেন, এটা ভেবে ভিএআর রেফারি মাউরো ভিজলিয়ানো মাঠের রেফারির সিদ্ধান্ত কার্যকর রাখেন। রেফারির এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ম্যাচ শেষে ক্ষোভ ঝাড়েন ব্রাজিলের কোচ দরিভাল জুনিয়র।

পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের

আগামী বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কুড়ি কুড়ির ক্রিকেটের আগামী বৈশ্বিক আসর বসবে ২০২৬ সালে। ভারতের সঙ্গে এ টুর্নামেন্টের সহ-আয়োজক হিসেবে থাকবে শ্রীলঙ্কাও। এবারের বিশ্বকাপেও হয়ে গেছে আগামী বিশ্বকাপের আংশিক বাছাইপর্ব। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বিদায়ি আসরে সুপার এইটে খেলে ২০২৬ আসরে এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র।

বিশ্বকাপের শেষ আটে না খেলা টেস্ট খেলুড়ে অন্য তিন দল পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের পরের বিশ্বকাপ খেলা এখন নিশ্চিত। গতকাল বুধবার হালনাগাদ র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে আইসিসি। তারা খেলবে এই র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে নিউজিল্যান্ড ছয়ে, পাকিস্তান সাতে ও আয়ারল্যান্ড আছে ১১ নম্বরে। বিদায়ি আসরের মতো ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও শিরোপা জেতার জন্য লড়াই করবে ২০ দল।

ইউরোপের বাছাইপর্ব মাঠে গড়িয়েছে ৯ জুন। দুই দল পা রাখবে ২০২৬ সালের আসরে। ভারতের সঙ্গে শ্রীলঙ্কা সেরা আটে খেলতে পারলে সুপার এইটের অন্য ছয়টি দল এবং র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে আরও চারটি দল খেলতে পারত ২০২৬ বিশ্বকাপে।

ইউরোপের বাছাইপর্ব পেরিয়ে বিশ্বকাপে যাবে দুটি দল। অন্য চারটি অঞ্চল থেকে বাছাইপর্ব পেরিয়ে যাবে আর ছয়টি দল। দুটি করে দল যাবে এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলের বাছাইপর্ব থেকে। একটি দল যাবে পূর্ব এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে। বাকি একটি দল জায়গা পাবে আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্ব থেকে। এ অঞ্চলের বাছাইপর্বে খেলবে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দলগুলো।

পূর্ব এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রিজিওনাল ফাইনাল পর্বে সরাসরি খেলবে এবারের বিশ্বকাপ খেলা পাপুয়া নিউগিনি। এশিয়া অঞ্চলের বাছাইপর্বের রিজিওনাল ফাইনাল পর্বে সরাসরি খেলবে নেপাল ও ওমান। আমেরিকা ও আফ্রিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বের কাঠামো এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ২০২৫ সালে শেষ হবে বাছাইপর্ব।

ওল্ড ট্রাফোর্ডে টেন হাগের চাকরি বাড়ল আরও এক বছর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে আরও এক বছরের চুক্তি বাড়ল এরিক টেন হাগের। ২০২২ সালে এই ডাচম্যানকে নিয়োগের সময় তার চাকরির মেয়াদ ছিল ২০২৫ সাল পর্যন্ত। সেটি শেষের দিকে প্রায়। তবে তার আগেই আরও এক বছর ওল্ড ট্রাফোর্ডের সঙ্গে এক্সটেনশন চুক্তি বাড়ালেন তিনি। সেই হিসেবে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ম্যানইউতে থাকছেন ৫৪ বছর বয়সি এ কোচ। বৃহস্পতিবার এমন খবরই পাওয়া গেছে বিবিসির বরাতে।

আয়াক্স থেকে ইউনাইটেডে চুক্তি করা টেন হাগ গেল দুই বছরে ম্যানইউকে দুটি শিরোপা জিতিয়েছেন। নতুন চুক্তির পর টেন হাগ বলেছেন, 'একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এ নতুন চুক্তি আমাকে আনন্দিত করছে। গত দুই বছরের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে আমরা দুটি ট্রফি জিতেছি। এটা সত্যিই গর্ব করার মতো বিষয়। আমি যোগ দেওয়ার আগে ক্লাব যেখানে ছিল সেখান থেকে আমরা অনেক উন্নতি করেছি।'

দুটি ঘরোয়া ট্রফি জিতলেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ব্যর্থ হয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সবশেষ সংস্করণে ম্যানইউ বিদায় নেয় গ্রুপ পর্ব থেকে। গালাতাসারের মতো দলের বিপক্ষেও হারে রেড ডেভিলরা। সে কারণেই হয়তো টেন হাগ আরও উন্নতির জায়গা দেখছেন, 'আমাদের স্পষ্টই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সামনে অনেক পরিশ্রম করার জায়গা আছে।'

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম মৌসুমে সেরা তিনে থেকে লিগ শেষ করেছিল রেড ডেভিলরা। ছয় বছরের অবসান ঘটিয়ে ফাইনালে নিউক্যাসলকে হারিয়ে কারাবাও কাপ ট্রফি জেতে ইংল্যান্ডের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও সফল এ ক্লাব। তবে ৫৪ বছর বয়সি কোচের জন্য পরের মৌসুমটা ছিল অত্যন্ত কঠিন। ওই মৌসুমে লিগে অস্টম স্থানে থেকে লিগ শেষ করে ম্যানইউ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও দল বিদায় নেয় গ্রুপ পর্ব থেকে। এরপর গত মে মাসে এফএ কাপে ম্যানচেস্টার সিটিকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে প্রতিযোগিতার শিরোপা জেতে ম্যানইউ। তাতে চাকরিটাও বেঁচে যায় টেন হাগের।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একই গ্রুপে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৫ সালে ঘরের মাঠে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ, সূচি ও ভেন্যুর একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) কাছে পাঠিয়েছে আয়োজক পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

প্রস্তাবিত খসড়ায় 'এ' গ্রুপে ভারত, পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের সাথে রয়েছে বাংলাদেশ। অন্য গ্রুপে আছে- অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তান।

প্রস্তাবিত সূচি অনুযায়ী, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নবম আসর ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি। ফাইনালের জন্য ১০ মার্চ রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খসড়া সূচি নিয়ে আইসিসি বোর্ডের এক সদস্য জানান, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ১৫ ম্যাচের খসড়া সূচি জমা দিয়েছে পিসিবি। লাহোরে ৭টি, করাচিতে ৩টি এবং রাওয়ালপিন্ডিতে ৫টি ম্যাচ রাখা হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'উদ্বোধনী ম্যাচ ও একটি সেমিফাইনাল হবে করাচিতে। অন্য সেমিফাইনালের ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি। ভারতের সব ম্যাচসহ হবে লাহোরে। ভারত যদি সেমিফাইনালে উঠে, সেই ম্যাচও লাহোরে অনুষ্ঠিত হবে।'

সংবাদ সংস্থা পিটিআই একটি প্রতিবেদনে বলেছে, আইসিসি বোর্ডের একজন সিনিয়র সদস্য জানিয়েছেন খসড়া সূচির বিষয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) অনুমোদন এখনও পায়নি পিসিবি।

২০২৩ সালে পাকিস্তানের মাটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এশিয়া কাপ। পাকিস্তানের মাটিতে ভারত খেলতে যেতে রাজি না হওয়ায় বাধ্য হয়ে হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ঐ এশিয়া কাপের ভারতের বেশিরভাগ ম্যাচই শ্রীলঙ্কার মাটিতে অনুষ্ঠিত হয়।

আগামী চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তান সফরে ভারত যাবে কিনা, সেটি এখনও নিশ্চিত নয়। পাকিস্তান সফর নিয়ে বিসিসিআই সবসময়ই বলে এসেছে, সরকারের অনুমতি ছাড়া পাকিস্তান সফর সম্ভব নয়।

আইসিসি বোর্ডের ঐ সদস্য পিটিআইকে বলেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশগ্রহণকারী দেশের সব বোর্ড প্রধানরা (বিসিসিআই বাদে) টুর্নামেন্ট আয়োজনে সহযোগিতার নিশ্চয়তা দিয়েছে। তবে নিজ দেশের সরকারের সাথে আলোচনার পর আইসিসিকে আপডেট জানানোর কথা বলেছে বিসিসিআই।'

২০১৭ সালে অনুষ্ঠিতম সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শিরোপা জিতেছিলো পাকিস্তান। ওভালের ঐ ফাইনালে ভারতকে ১৮০ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপার স্বাদ নেয় পাকরা।

রোনালদো স্বার্থপর!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো দলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করছেন। এমনটাই দাবি ইংল্যান্ডের সাবেক ফুটবলার ক্রিস সাটনের। চেলসি, অ্যাস্টন ভিলা, সেল্টিকের সাবেক এ স্ট্রাইকার পুর্তগিজ তারকাকে স্বার্থপর বলে আখ্যা দিয়েছেন। তার মতে, এ মুহূর্তে রোনালদো দলকে সাহায্য করার চেয়ে বাধা তৈরি করছেন বেশি।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইলের ওই কলামে সাটন আরও বলেছেন, পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্টিনেজ সিআর সেভেনকে ভয় পান। ফলে তাকে বাদ দিতে পারছেন না। সাটন লিখেছেন, 'একজন কোচকে অবশ্যই বুঝতে হবে, যখন কেউ দলের উপকারে আসেন না, তাকে বাদ দিতে হবে। সে যে-ই হোন না কেন। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা না করে যথেষ্ট সাহসী হতে হবে। কিন্তু রবার্তো মার্টিনেজকে দেখে মনে হলো, তিনি রোনালদোকে বাদ দিতে ভয় পান।'

সাটনের মতে রোনালদো ছাড়াও পর্তুগালে ভালো স্ট্রাইকার আছে। বলেছেন, 'মার্টিনেজ তার দলে দিয়োগো জোতার মতো খেলোয়াড় পেয়েছেন, স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে সে পেনাল্টি পাইয়ে দিয়েছিল। এ ছাড়া হোয়াও ফেলিক্স আছে। মার্টিনেজ যত বেশি দিন রোনালদোকে বাদ দিতে অস্বীকৃতি জানাবেন, তাকে ততই দুর্বল দেখাবে।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR